তথ্য কমিশন

নিউজ লেটার

জুন সংখ্যা ২০১৯

প্রকাশনায়: তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন
নিউজ লেটার

প্রধান উপদেষ্টা
মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য কমিশনার

উপদেষ্টা
নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার
সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার

সম্পাদক
ড. মোঃ আঃ হাকিম, পরিচালক (গবেষনা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)

সহ-সম্পাদক
লিটন কুমার প্রামাণিক, জনসংযোগ কর্মকর্তা

প্রকাশনায়
তথ্য কমিশন
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

ওয়েবসাইট
www.infocom.gov.bd

সূচিপত্র

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন ৩
মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা ও জনসম্পৃক্ততা ৪
নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার

শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ : জনবান্ধব ও সেবামূখী শাসন ব্যবস্থায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ব্যবহার ৬
সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার

টেকসই উন্নয়নে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ৮
ড. মোঃ আঃ হাকিম, পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম ১০

সম্পাদকীয়

তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান সরকারের অর্থ ব্যয় করে তাদের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর থেকেই তথ্য কমিশন এই আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজমান তথ্য গোপনের সংস্কৃতির বলয় থেকে জাতিকে মুক্ত করে তথ্য সমৃদ্ধ সমাজ উপহার দেয়ার জন্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণকে পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন নিয়মিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। দেশের নাগরিক সমাজ যখন এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ করবে, তখনই তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন ঘটবে।

আইনটি বাস্তবায়নে এর প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন সম্পর্কে জনগণকে নিয়মিত অবহিত রাখার প্রয়াসে তথ্য কমিশন একটি নিউজ লেটার নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে।

২০১৯ সালের এ নিউজ লেটারের জুন সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং প্রকাশনাটি সমৃদ্ধ করতে যারা মূল্যবান লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার

কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সংবিধানের অন্যতম মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাক্ স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত এবং উক্ত আইনের ধারা-৪ এ উল্লেখ আছে, 'প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ একজন নাগরিককে তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে'। সুতরাং এই আইন ক্ষমতাবানদের উপর তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আবেদনকারীর আইনগত ভিত্তি হচ্ছে, তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ পেলে তথ্য প্রার্থী আইনি প্রতিকার নিতে পারে এই বক্তব্য তুলে ধরে যে, তথ্য জনগণের। তাই জনগণের চাহিদাকৃত তথ্য দিতে সকল কর্তৃপক্ষ বাধ্য।

তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হল:-

১। নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে;
২। সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়;
৩। দুর্নীতি হ্রাস করে;
৪। সুশাসন নিশ্চিত করে;
৫। প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করে ও
৬। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে ইত্যাদি।

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সদা তৎপর রয়েছে। বর্তমানে বেশ কিছুসংখ্যক বেসরকারী সংগঠন এ লক্ষ্যে কাজ করছে। তথ্য কমিশন সীমিত জনবল নিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এছাড়া কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯- এর বিধানাবলির উপর বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও এনজিও বিষয়ক প্রশিক্ষণ একাডেমিগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীগণের সঙ্গে মতবিনিময় করছে। গণমাধ্যমগুলোকে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়াও বিপিএটিসিতে ফাউন্ডেশন কোর্স এবং এসিএডি কোর্স, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে পুলিশ ইন্সপেক্টরদের ট্রেনিং কোর্স, এনডিসি, জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের ফোরামে আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতামত তথ্য কমিশনকে আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আইনটির সবল ও দুর্বল দিক বিশদভাবে আলোচিত হচ্ছে। তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা (ধারা-৯) একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। তাঁকে তথ্যের সংরক্ষক/ভান্ডার হয়ে উঠতে হবে। তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা সৃষ্টি, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ, তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা নির্ধারণ। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও এ আইন সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেন না দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের Pro-active disclosure বিষয়ে mind setting না থাকলে তথ্য সরবরাহে বিঘ্ন হবে। তথ্য অধিকার আইন সঠিক ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করতে হবে এবং একজন করে কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট করে তথ্য সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। সরকারি/বেসরকারি বিভাগ/অধিদপ্তরে তথ্য ইউনিট স্থাপন প্রয়োজন যাতে করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য ভান্ডার তৈরি হয় এবং জনগণ চাওয়া মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা যায়।

তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ আসছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন। এর মূল কারণ এ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনে দীক্ষিত এবং পরিচালিত। কিন্তু উল্লেখ্য যে, কোন সরকারি গোপনীয় আইনের বিধানবলীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এই আইনে রয়েছে (ধারা-৩)। যেমন অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট ১৯২৩-এর ৫(১) অনুচ্ছেদটি সামরিক এবং কৌশলগত গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছে। তথ্য প্রদান না করার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাগণ এই অনুচ্ছেদটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। ৫(১) অনুচ্ছেদে আরও উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর অধীন বা নিয়ন্ত্রণে কোন গোপন বিষয় (তথ্য) থাকা অবস্থায় (ক) স্বেচ্ছায় বিনিময় করে (খ) তথ্য ব্যবহার করে (গ) তথ্য বিক্রি করে (ঘ) যৌক্তিক যত্ন নিতে ব্যর্থ হয়- তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারা মোতাবেক অপরাধী বলে গণ্য হবে। এখন পর্যন্ত এটা লক্ষণীয় যে, সরকারি কর্মচারিগণ তাদের গোপনীয়তার মানসিকতা এবং চাকরি বিধিমালা উভয় কারণেই তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩ ধারার মাধ্যমে এ সকল বাধা অপসারিত হয়েছে।

তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্র সুসংহত করার সাথে সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে আমাদের গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। জনসাধারণ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের জন্য গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে- জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিতকরণ। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের সীমিত অবকাঠামো ও জনবল নিয়ে যথার্থ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা ও জনসম্পৃক্ততা

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এমন একটি মৌলিক আইন যা দেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার কথা থাকলেও আমরা মৌলিক অধিকারসহ অন্যান্য আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মত সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারায় তথ্য অধিকার আইন এই সকল অধিকার অর্জনের পথে তথ্য সংগ্রহের এবং সংগৃহীত তথ্য আইনানুগ অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ/সংস্কৃতিতে পরিবর্তন সূচনা করেছে। এই আইন জারীর পর থেকে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান, চাকুরিজীবীগণের চাকরিক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি বিশেষত: নিয়োগ, পদোন্নতি, পেনশন ইত্যাদি, সরকারী নীতি/সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধকল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শুধু আইন জারী কি নতুন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে ? উত্তরে বলা যায়, শুধু আইন জারী এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না । এই প্রগতিশীল আইনটিকে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। বিশেষত: তথ্য অধিকার আইনকে কার্যকর করার জন্য জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত এই আইন সফলতার মুখ দেখতে পারবে না। স্মর্তব্য যে, সাধারণ একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলই জনগণকে ক্ষমতায়নের পথে চলতে সহায়তা করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফল দেয়। গরীব জনগণের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সুবিধাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উৎকোচ প্রদানের পরিবর্তে এই আইনের ব্যবহার তাদের প্রাপ্য বুঝে নিতে একদিকে যেমন সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, অন্যদিকে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে এ সকল প্রকল্পগুলো সম্পর্কে জনগণের মাঝে প্রকাশ ও প্রচারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণের পথ সুগম হয়। ইতোমধ্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ যেমন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, বর্জ ও পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ সাহায্য বিতরণ ব্যবস্থা, হ্রাসকৃত মূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তায়নের ক্ষেত্রে দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন, প্রাক্কলন সংগ্রহ, এমনকি বড় বড় অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ, প্রশাসনিক সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য প্রতিষেধক হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। আইনটি সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডকে সঠিক পথে পরিচালনার নিমিত্ত জনগণের হাতে পরোক্ষভাবে ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

সরকারী তথ্যে জনগণের প্রবেশের অধিকার গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অপরিহার্য। জনগণ থেকে তথ্য লুকানোর প্রবণতা তাই অনেকাংশেই শক্তভাবে দমন করা যায় এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে । দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, মানবাধিকার লংঘন, ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহে সংশ্লিষ্ট সকলের গোপনীয়তার সংস্কৃতি অবলম্বনের পরিবর্তে উন্মুক্ততার মানসিকতা সৃজন, উপযুক্ত মূল্যবোধ ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সামাজিক আন্দোলন দ্বারা তাড়িত হলে গোপনীয়তা বজায় রাখার মানসিকতার পরিবর্তন করা সম্ভব। শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই নয়, বাংলাদেশের সকল নাগরিককে (ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক) এই আইন ব্যবহার করার অধিকার/ক্ষমতা দিয়েছে যা ছোট কোন বিষয় নয়, বরং একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৪ ধারায় জনগণকে এই অধিকার দিয়ে প্রতিষ্ঠান তথা কর্তৃপক্ষগুলোকে বাধ্যবাধকতার আওতায় এনে জনসম্পৃক্ততার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আইন বিভিন্ন কারণেই গুরুত্বপূর্ণ, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে অবদান উল্লেখ্যযোগ্য:

(ক) উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সৃজনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

(খ) দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নয়ন লক্ষমাত্রাসমূহ অর্জন;

(গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতি প্রতিরোধ।

(ক) উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সৃজনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ: স্বচ্ছতা ও তথ্য উন্মুক্তকরণ ব্যতীত কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং নিরসনের জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা দরকার। অধিকন্তু, তথ্য গোপন রাখার দীর্ঘ কালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কৃতি জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে, গুজব ছড়ায় এবং এমনকি ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরী করে। এ রকম সংস্কৃতিতে জনগণ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে এবং সরকারী প্রচার-প্রচারণাকে আস্থায় নিতে পারে না, বিষেশত: যেগুলো স্পর্শকাতর তথ্য। সরকার ও সরকারের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কোনরূপ পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাও তৈরী করে যা নতুনভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে আরো কঠিন করে তোলে। এ সকল ক্ষেত্রে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ জনমনে আস্থা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রকাশ জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

(খ) **দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নয়ন লক্ষমাত্রাসমূহ অর্জনঃ** দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা, কাবিটা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, আত্মকর্মসংস্থান, ত্রাণ বিতরণ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি; বেদে, দলিত, হরিজন, হিজরা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ভাতা; শিক্ষা উপবৃত্তি, হ্রাসকৃত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, কৃষি উপকরণ বিতরণ, ইত্যাদি কর্মসূচীতে যে সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদ (নগদ বা দ্রব্য) বিতরণ করা হচ্ছে তার সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে প্রকৃত উপকার ভোগীদের দারিদ্র বিমোচন করে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এই সব প্রকল্পের/কর্মসূচীর উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরী করে স্ব-প্রণোদিত হয়ে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য উপযুক্ত মাধ্যমে প্রকাশ করে আপত্তি আহবান করলে প্রাপ্ত আপত্তিসমূহ তদন্ত/অনুসন্ধান করে বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা তৈরী করা হলে তালিকাটি অনেকাংশেই বিশুদ্ধ হবে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অধিকাংশ এমডিজি এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এসডিজি অর্জনেও সকল মন্ত্রণালয় বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। এসডিজি এর ১৬.১০ নম্বর লক্ষ্য অর্জনকল্পে তথ্য কমিশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

(গ) **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতি প্রতিরোধঃ** দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বর্পূণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। দুর্নীতি প্রধানত ক্রয়সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের অংশ বিশেষ খেয়ে ফেলে যা অবকাঠামো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এমনকি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও তা হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে জনগণ সামাজিক নিরীক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তা প্রতিটি দপ্তরের কর্মকাণ্ডে আরো স্বচ্ছতা আনয়ন করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক হবে এবং দুর্নীতি থেকে মুক্ত হয়ে দেশ ও জাতি উন্নয়নের পথে আরো দ্রুত এগিয়ে যাবে।

শুধু সরকারি-বেসরকারি দপ্তর হতে তথ্য চাওয়া বা পাওয়াই নয়, আরো বৃহত্তর উদ্দেশ্য অর্জন তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে, তথ্য অধিকার আইন শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বা মধ্য শ্রেণীর জনগণের ব্যবহার্য বা এটি শুধু সমাজের শিক্ষিত/প্রতিষ্ঠিত উচ্চ শ্রেণীর লোকজনের বা সাংবাদিকদের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক যা সঠিক নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে দেশের সকল নাগরিকের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যবহার্য। সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আইনের ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত হচ্ছে এবং জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে এগিয়ে এসে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ : জনবান্ধব ও সেবামূখী শাসন ব্যবস্থায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ব্যবহার

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে মানুষ নিজেদের আত্মরক্ষার্থে একত্রিত হয়ে বসবাস শুরু করে। এভাবেই পরিবার ও পরিবার থেকে সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভব হয়, পরিবার প্রধানের ন্যায় সমাজের একজন প্রধান সকলের অভিভাবক হয়ে বিভিন্ন পরামর্শ, ক্ষেত্র বিশেষে আদেশ নির্দেশ দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করতেন। কালের বিবর্তনে ও প্রয়োজনে মানুষ তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একত্রিত হয়ে বসবাস শুরু করে। নিজেদের প্রয়োজনে সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা বিভিন্ন নিয়মকানুনের অবতারনা করে এবং নির্দিষ্ট কাউকে সেই সমাজের প্রধান নির্ধারণ করে, সেইসব নিয়মকানুন ও নিজস্ব জ্ঞান, প্রজ্ঞা দ্বারা সমাজ প্রধানেরা সমাজে শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করতেন তথা প্রধান হিসেবে শাসন করতেন। মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তাদের মত, পছন্দ-অপছন্দ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এর ভিন্নতা বাড়তে থাকে, প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন সমাজ বা শাসন ব্যবস্থার, সৃষ্টি হতে থাকে নতুন জনবসতি, সমাজ, গোত্র, গ্রাম ব্যবস্থার। সময়ের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তাকে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থা কখনও শাসকের শাসন কাজের সুবিধা অনুযায়ী আবার কখনও সমাজের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে। সৃষ্টি হয় রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্রসহ বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থার। শাসন ব্যবস্থা যাইহোক না কেন শাসন ব্যবস্থার প্রধান কিছু দক্ষ, অভিজ্ঞ ও তার আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়োজিত করতেন শাসন কার্য পরিচালনার জন্য। মূলত শাসনকার্য পরিচালিত হতো শাসক কর্তৃক নির্ধারিত কিছু নির্দেশ, বিধি-নিষেধ দ্বারা যা বাস্তবায়িত হতো শাসক কর্তৃক নিয়োজিত সেইসব ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছে সমাজ, অর্থনীতি তথা ব্যবসা বাণিজ্য, ধর্ম বা রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। কখনও ধর্ম প্রচারের জন্য, কখনও নিজ রাজনৈতিক দর্শন সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আবার কখনও ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্য এ অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পূর্তগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসিরা ও সর্বশেষ ইংরেজরা ব্যবসা করার জন্য এ অঞ্চলে আসে। ইংরেজরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে প্রায় ১০০ বছর ও ব্রিটিশ ভারত সরকারের নামে আরও ৯০ বছর শাসনের নামে শোষন করে। এ উপমহাদেশের ভূখণ্ডের প্রকৃতি, ভূখণ্ডে নানান ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষের সহাবস্থান ব্রিটিশদের জন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনও অনুকূল ছিল না। এ ভূখণ্ড শাসনের প্রতিকুল ও বৈরী বিষয়সমূহকে আমলে নিয়েই ব্রিটিশরা শাসন করে গেছে। যেহেতু এদেশে বাণিজ্যই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য তাই এখানে শাসনের জন্য তারা নিয়ন্ত্রণমূলক শাসন ব্যবস্থাকেই বেছে নেয় । এ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়টিই ছিল ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের পুরো বিষয়টিকে সুনিয়ন্ত্রিত গুটি কয়েক ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে শাসন করা। আর তাদের শাসনকাজ সহজ ও সুশৃংখলভাবে করার জন্য তারা সময়ে সময়ে প্রণয়ন করেছে বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি বা নির্দেশাবলীর। মূলত ইংরেজ অফিসারগণ কিছু দেশীয় বিচারকদের সাথে নিয়ে সেইসব আইন-কানুন, বিধি বা নির্দেশাবলীর দ্বারা সাধারণ মানুষদের শাসন করত। শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার হিসেবে এ দেশের মানুষের কোন নিয়োগ অধিকার ছিল না বললেই চলে।

ভারতের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মল প্রতিষ্ঠান ছিল সিভিল সার্ভিস। ১৭৮৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূখণ্ডগত মালিকানা প্রধানত 'সুপারভাইজার' নামে অভিহিত কোম্পানির স্থানীয় বাণিজ্যিক অফিসারদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় সংস্থাগুলোর দ্বারা পরিচালিত হতো। কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্টদের বলা হতো কভেন্যান্টেড সিভিল, এ সার্ভিসের সদস্যরা ভারতে চাকরির জন্য ভারত সচিবের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন বিধায়এ চাকরির নাম হয়েছিল কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিস (সিসিএস)। ১৮৫৩ সালের শেষ চার্টার অ্যাক্টের আগ পর্যন্ত কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসের দ্বার ভারতীয়দের জন্য বন্ধ ছিল। ১৮৫৩ সালের ওই চার্টার অ্যাক্ট বলে সিভিল সার্ভিসে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়। তখন থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সিসিএস-এ লোক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। ১৮৬১ সালের আইনবলে কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসের নতুন নামকরণ হয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস)।

১৮৬৩ সালের আগ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য হতে পারে নি। নেটিভদের জন্য লন্ডনে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অনেক কঠিন ছিল। বহু অর্থ খরচ করে বিলেতে গিয়ে ইংরেজি ও ইউরোপীয় ভাষা সাহিত্য, ইতিহাস নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে প্রতিযোগিতা করে সুযোগ পাওয়া ছিল কঠিন। সে বছর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ভারতীয় হিসেবে আইসিএস সদস্য হন। তিনি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই। একজন দু'জন করে ভারতীয়দের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হবার এ ধারাটি বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর আইসিএস পরীক্ষা যুগপৎ ইংল্যান্ড ও ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয় এবং আগের তুলনায় আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয়কে সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার নীতি গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু ব্রিটিশদের প্রশাসনিক কাঠামো ও ধ্যান ধারনা লালন করেই গড়ে উঠে নিয়োগ পাওয়া বেশিরভাগ অফিসারের চিন্তা চেতনা। একারণে জনগণ কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা এ সময়েও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সাধারণ মানুষ এর আকাঙ্ক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি শাসন ব্যবস্থাই এ দেশকে শাসন করতে থাকে।

পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসন ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে ব্রিটিশদের শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে এবং কিছু সামরিক শাসক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাই সে সময়েও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সুবিধাবঞ্চিত ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বাহিরেই থেকে যায়। সে জন্য পাকিস্তানি শোষণ, অত্যাচার হতে মুক্তির জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সাধারন মানুষকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিত করে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) গঠন করা হয়। স্বাধীনতার পর একটি সিভিল সার্ভিস অধ্যাদেশের দ্বারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) হিসাবে পরিচিত হয়। স্বাধীনতা অর্জন করলেও দেশ পুনর্গঠনের কাজ, একটি প্রদেশকে রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে নিয়ে প্রস্তুতিমূলক কাজ এবং গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়ন শুরু হতেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, সামরিক শাসনের পুনর্ভাবের কারণে দেশের শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হলেও তা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসনিক কাঠামো, আইন, বিধি ও ধ্যান ধারনা লালন করেই তা পরিচালিত হতে থাকে। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া আইন, বিধি, কাঠামো থেকে বের হওয়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে জনগণকে সাংবিধানিকভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত করা হলেও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রবেশাধিকার ছিল খুবই সীমিত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে জগণের নিকট তার কাঙ্ক্ষিত সেবা পৌছে দিতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার বড় কারণ ছিল এটি। তাই সচেতন সুধী সমাজ ব্রিটিশ শাসন আমলে প্রণীত আইন ও শাসন কাঠামো পরিবর্তন করে জনগণকে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার ব্যবস্থা করার জোর দাবী করে আসছিল। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার তথা শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার জানার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য বর্তমান সরকার ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এ আইন পাশ করে। পাশাপাশি সরকার কর্তৃক তৎকালীন নির্বাচনী ইশতেহারে জনগণের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা করা হয়। এজন্য সরকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রামের মাধ্যমে সরকারিসহ বিভিন্ন দপ্তরের জনগুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ জনগণকে অবহিতকরণ ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ বিষয়ে কাজ হাতে নেয়।

সরকারি সকল দপ্তরের তথ্য সম্বলিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল, ই-নথি, ই-টেন্ডার, ফরমস পোর্টাল, ই-সার্ভিস সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। অপরদিকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে সকলসেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সেবা প্রদানে সহায়তাকরণ, সকল দপ্তরে সিটিজেনস চার্টার স্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিতকরণ, ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন, গণশুনানি এর মতো উদ্যোগগুলো সরকারি দপ্তরে জনগণের প্রবেশ সহজ করেছে। নিজস্ব ওয়েব সাইটে ও নোটিশ বোর্ডে নিজ অফিসের সকল তথ্য প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

সরকারি কর্মকর্তারা তাদের পূর্বসুরিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মানসিকতা ও ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া আইন বিধি এর কারণে জনগণকে সরকারি শাসন ব্যবস্থাতে অন্তর্ভূক্ত করতে অনীহা প্রকাশ যেন না করতে পারে সে জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ দ্বারা তাদেরকে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছে। এই আইন দ্বারা জনগণের তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, সকল সরকারি, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ও সরকারি বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট যেকোন বেসরকারি সংস্থায় একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে জনগণকে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সকল দপ্তরে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জবাবদিহিতা, তত্ত্বাবধানের মাধ্যম, কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডিরেক্টরী, দপ্তরের বাজেট, সকল পরিকল্পনার ধরণ চিহ্নিতকরণ, প্রস্তাবিত খরচ, প্রকৃত ব্যয়ের উপর রিপোর্ট তৈরি, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার সরকারের প্রচেষ্টাকে আইনি কাঠামো দিয়ে আরও শক্তিশালী করেছে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের আইন এর নির্দেশনার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্ব তাদের সকল কার্যক্রম ও সেবা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সেসব দেশগুলিতে সুশাসন নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রের জনগণকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার আওতায় নিয়ে দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানসহ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সেবামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । সেসাথে শাসন ব্যবস্থাকেও জনবান্ধব ও সেবামূখী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করছে। শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়ন অথবা দুর্নীতিরোধকল্পে সরকার সকল সেবা ডিজিটালাইজড করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দেড় সহস্রাধিক সরকারি সেবার মধ্যে তিন শতাধিক ইতোমধ্যে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা, আর উন্নত বিশ্বের ন্যায় সকল সেবা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে "ই-গভর্নমেন্ট" চালু করা হলে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সম্পৃক্তকরণ ও সুশাসন নিশ্চিত করা সহজ হবে।

পূর্বসুরিদের কাছ থেকে কর্মকর্তাদের গ্রহণ করা ধ্যানধারনা, জনগণের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে স্যমক জ্ঞানের অভাব, মূল গণগোষ্ঠীর প্রায় এক পঞ্চমাংশের দারিদ্র সীমার নীচে বাস ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ শতভাগ নিশ্চিত করা এখনও সম্ভব না হলেও বাংলাদেশ সরকারের নানা সংস্কারমূখী উদ্দ্যোগের ফলে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ এখন আর অলীক স্বপ্ন বলে মনে হয় না। আর এই নতুন জনবান্ধব সেবামূখী রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা এখন উন্নত বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাওয়ার পরিচায়ক।

দেশের নাগরিকের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালে একজনকেও বাদ না দিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এক কথায়, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, নিয়ন্ত্রণমূলক শাসন ব্যবস্থার ধারনাকে ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশে জনবান্ধব ও সেবামূখী রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম নিয়ামক শক্তি।

টেকসই উন্নয়নে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার

ড. মোঃ আঃ হাকিম
পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ), তথ্য কমিশন

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হওয়ার অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র অর্জন নিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। সরকার নাগরিকগণের নানাবিধ চাহিদাপূরণ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের নিমিত্ত নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মচারিগণের দায়িত্ব হচ্ছে-সে কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শতভাগ আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করে যাওয়া; কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় সরকারকে সহযোগিতা করতে নিজেদেরকে বাধ্য করা। কেননা, সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "Every person in the service of the Republic has a duty to strive all times to serve the people" সংবিধান অনুযায়ী সকাল নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সময় জনগণের অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের মালিকদের সুবিধার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দায়িত্ব ২৪ ঘন্টার। রাত সাড়ে এগারোটায় কোথাও অগ্নিকাণ্ড কিংবা দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে, সংশ্লিষ্ট সকলকে সেক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সাড়া দিতে হয়। অফিস সময়ের মধ্যে কেন দুর্ঘটনা ঘটেনি, সে প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা সরকারি জরুরী দায়িত্ব পালনকালে সেটি প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক কর্মচারি উপলব্ধি করতে পারে। কর্মচারীদের দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নেতৃত্বে দেশের আইন ও বিধিবিধানের আলোকে দেশের উন্নয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে সাহায্য করা। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিগণ যেহেতু নির্বাচিত নন, সেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যাতে জনস্বার্থ রক্ষার্থে সফল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে পারেন-সেজন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করা তাদের কর্তব্য। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিগণ যখনই শাসকে রূপান্তরিত হয়েছেন, তখনই সমাজে অনিয়ম, অবিচার আর দুর্নীতি এসে বাসা বেঁধেছে। জনগণ আশাহত হয়েছে। অর্জিত সাফল্য টেকসই হয়নি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণ তাদের এই মালিকানা প্রয়োগ করার জন্য তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে দায়িত্ব দেন। আইন প্রণয়নসহ তাদের মালিকানাধীন সবকিছু দেখভাল করার দায়িত্ব বর্তায় সরকারের ওপর। জনগণ তাদের পছন্দের আদর্শ বেছে নেন। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে- পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাতে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, কর্মের অধিকার, যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে 'Institute of Policy Studies of Sri Lanka' এর নির্বাহী পরিচালক মি.সামান কেলেগামা (২০১৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রথম আলো পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার) বলেন, "এসডিজি অর্জনে উন্নয়ন সহযোগীদের ওপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আগামী ১৫ বছরে এসডিজি অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। অর্থের সংস্থান হতে হবে দেশজ উপায়ে। "মি. কেলেগামা এক পর্যায়ে স্বীকার করেছেন যে, দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভাল করেছে।

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় জাতিসংঘের "Committee for Development Policy"র Vice Chair মিস সাকিকো ফুকুদা-পার এর একটি সাক্ষাৎকার একই তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বাংলাদেশে দ্রুত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। এখন ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে গর্ব করা যায়। কিন্তু সন্তুষ্ট হলে চলবে না। এখন সরকার কে ভাবতে হবে, এই উচ্চ প্রবৃদ্ধির সুবিধা সব মানুষ পাচ্ছে কিনা। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এলডিসি সৃষ্টি করেছে। তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে সব দেশের জন্য সমান সুযোগ ছিল না। কিন্তু বড় দেশের জন্য বাণিজ্য সুবিধা বেশি ছিল। আবার বেশ কিছু ছোট দেশের ক্ষমতাও কম ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলোর নেতিবাচক প্রভাব থেকে এলডিসিগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেন যে, একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এবং সক্ষমতাও বাড়ছে। এতে করে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বের হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে এলডিসি থেকে বের হলে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হারাবে বাংলাদেশ। এটা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হবে; তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। মিস ফুকুদা-পার এর এই বক্তব্যকে সামনে রেখেই টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ উপহার দেয়ার চ্যালেঞ্জ আমাদেরকেই নিতে হবে।

সরকারের সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির হাজার হাজার কোটি টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব যেমন সরকারি কর্মচারিগণ এড়াতে পারেন না; তেমনি জনগণকেও তাদের অধিকার সচেতন থাকতে হবে নিজেদের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করণার্থে এর প্রকৃত মালিকদের মালিকানা ও আধিপত্য মেনে নিয়েই তাদের কাছে সকল হিসেব দেয়ার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রস্তুত থাকতে হয়। ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৭৬৬ সালে সুইডেন থেকে যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই যে অভিপ্রায় নিয়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস করে সে অভিযাত্রায় সামিল হয়। এই আইন জনগণের আইন। এই আইন জনগণ রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োগ করে। এই আইন জনগণের আধিপত্য ও মালিকানার নিশ্চয়তা দেয়। জনগণ তাদের করের টাকায় যেই কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদির যোগান দেয়, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষ বিচারিক জ্ঞান দিয়ে পালন না করলেই তারা বছরের পর বছর বিচারালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সর্বস্ব হারায়; দুর্বল তার নিজের সম্পদ সবলকে কেড়ে নিতে দেখে। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় না; উন্নয়নের টাকা জনগণকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে পোকায় খায়।

যখন বাংলাদেশ সরকারের সময়োপযোগী নানা উদ্যোগ কর্মচাঞ্চল্য এনে দিয়েছে; সরকারি কর্মচারিগণের বেতন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তাদের সৎভাবে জীবনধারণের ব্যবস্থা করেছে; কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে; ক্ষুধা-দারিদ্র আজ তাদের দুয়ারে এসে উঁকি দিয়ে গৃহে প্রবেশের সাহস হারিয়েছে; শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমে গিয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ অর্জন, নারীর ক্ষমতায়নসহ মানব উন্নয়ন সূচকের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের অর্জন যখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, তখন সারা বিশ্বের জন্য বাংলাদেশ আজ 'উন্নয়নের রোল মডেল'-এই সত্যকে অস্বীকার করার কারো সাধ্য নেই।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রযুক্তির উল্লম্ফন ও বৈশ্বিকায়নের যুগলবন্দিতে ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানীগুলো নিত্য নতুন সূত্রের গাঁথনিতে বর্তমান সভ্যতাকে বন্দি করছে নতুন নতুন নামে। ইতিহাসের বিবর্তনজনিত মুহূর্তগুলো এভাবেই তৈরি হয়েছে যুগপরম্পরায়। সৃষ্টির ইতিবাচক গতিময়তা সভ্যতা বিনির্মাণে পুরাতনকে নিধন করেছে নতুন সম্ভাবনাময় ও সফল ফলদায়ক আগামীর অভিলাষে। ইতিহাস ও প্রগতির ভাবনা বিভোর সত্যকে সামনে রেখে আধুনিক সমাজ গঠনের গুরুদায়িত্ব নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। অন্যথায় সুস্বাদু বৃক্ষের ফলগুলো বাকলসহ খাদকদের কবলে অনিরাপদ হয়ে পড়ে। তাই চিরায়ত ধারণাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করার জন্য গতিশীল ও বিবর্তনযোগ্য ভেতরের চাঞ্চল্যগুলোকেও অস্বীকার করলে চলবে না। প্রযুক্তি যখন প্রযুক্তির বিরূদ্ধে দাঁড়ায়, হেঁশেলে তত্ত্বরন্ধন প্রণালির রাসায়নিক নিরাপত্তার বিষয়টি তখন গুরুত্বপুর্ণ হয়ে পড়ে। পুরাতন ও প্রচলিত ধারণার ভ্রান্তি মেরামত করে নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালে ক্ষতিকর পরজীবীগুলো তার স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে সক্ষম হয় না। সমাজদেহের নানাবিধ অসংগতিতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার কারণে কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্যদেরকে শীর্নকায় করে নিজেই অকেজো হয়ে যায়। তাই শরীরের প্রতি শিরা-উপশিরায় রুধীর ধারা প্রবাহে নিয়োজিত ধমনিগুলোতে ব্লক তৈরি হলে পুরো শরীরটাই একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে অবিচার ও অত্যচার সকল সীমা ছাড়িয়ে মানবীয় সমাজের স্বপ্নধারায় দানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা পায়। তাই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার এবং অসহায়-দরিদ্র ও সম্বলহীনদের উপর বিত্তশালীদের নিত্য শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই একদা রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে পারলে অচিরেই তা আমাদের অভিলক্ষ্য অর্জনে সাফল্য দেখাতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে নাগরিক দায়িত্ব পালনেও আমদের সক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে। বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-স্লোগান একসময় অচেনা লাগলেও এখন তা এক অপরিহার্য বাস্তবতা। 'আমার বাড়ি আমার খামার'-প্রকল্পের সুফল আজ প্রান্তিক জনপদের পরিবারগুলোকে সঞ্চয় গড়ার স্বপ্ন জাগিয়েছে। প্রশাসনে উদ্ভাবনী প্রয়াসসমূহ জেলা উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন মেলার উপকরণে পরিণত হয়ে জনগণের জীবিকা নির্বাহে নতুন স্বপ্নধারা সৃষ্টি করেছে। লাগসই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে টেকসই কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য উদপাদন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে হাজার হাজার বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, একটি ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে পঁচিশ হাজার ওয়েবসাইটে জনগণের জন্য তথ্য উন্মুক্ত করাসহ সরকারের নানামুখী উন্নয়নকে টিকিয়ে রেখে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব জনগণের উপরও বর্তায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "It is the duty of every citizen to observe the Constitution and the laws, to maintain discipline, to perform public duties and to protect public property." সুতরাং নাগরিক হিসাবে দেশের সংবিধান ও আইন মেনে চলা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালনসহ সরকারি সম্পদ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব জনগণের। জনগণ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিগণ খাঁটি দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বক্ষে ধারণ করে লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাওয়ায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্জনকে টেকসই করা যাবে- সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা যায়।

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা তৈরী করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অতি সহজেই কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশন এই আইনটিকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতি মাসে "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন"- বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও ও এফ.এম. বেতারে "তথ্য অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬ টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯ টি, ২০১৭ সালে ৫৩০ টি এবং ২০১৮ সালে ৭৩২ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনে অভিযোগ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্য কমিশনের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যেমন জাতীয় শোক দিবস পালন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনালমেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে। তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

"অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক কর্মশালা

"অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক এক কর্মশালা গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মূলত: সাংবাদিকগণ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকতা চর্চা, বিশেষত: এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর ও গভীরতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহিতকরণের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) ও প্রশিক্ষণ মডিউল চূড়ান্ত করা। দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, প্রধান প্রতিবেদক এবং সম্পাদকগণের অংশগ্রহণে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেক।

প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী আজকের মূল কর্মশালা ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেমের শুভ উদ্বোধন করেন। অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম চালু হওয়ায় দেশের জনগণ এখন থেকে অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

কর্মশালায় মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জনগণের ক্ষমতায়নে ২০০৯ সালে সরকার নবম পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে তথ্য কমিশন গঠন করতে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য কমিশন অনেক শক্তিশালী হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন সর্বক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন করতে অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এজন্য তিনি তথ্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ার। তিনি বলেন, এই আইনের চর্চা বৃদ্ধির জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা, অনুপ্রাণিত করা , সেনসেটাইজ করা সাংবাদিকদের অন্যতম দায়িত্ব।

মরতুজা আহমদ বলেন, কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায়, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে, জনগণের অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণে, অসৎ ও গোপন তৎপরতা ফাঁস করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে সাংবাদিকগণ তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার করতে পারেন। বিশুদ্ধ তথ্য সম্বলিত গভীরতর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরীতে তথ্য অধিকার আইন অত্যন্ত কার্যকর।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান, খসড়া প্রশিক্ষণ মডিউল ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন জিটিভি ও সারাবাংলা.নেট এর প্রধান সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইসতিয়াক রেজা।

একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও সিইও জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম, ডিবিসি নিউজ এর সম্পাদক জনাব জায়েদুল আহসান পিন্টু, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন এর প্রধান নিউজ এডিটর জনাব আশীষ সৈকত, দৈনিক সমকালের সহযোগী সম্পাদক জনাব অজয় দাশ গুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাইফুল আলম চৌধুরী, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান, বিএনএনআরসি এর সিইও জনাব এ.এইচ.এম. বজলুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য কমিশন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি। ২৪ এপ্রিল ২০১৯, বুধবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগর এলাকায় তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত প্লট, এফ-১৭ এ উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তথ্য কমিশন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেক। অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব এম আজিজুর রহমান, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি।

“অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অধিকতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক “অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী (০৭-০৮ এপ্রিল ২০১৯) প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

“অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। এ সময় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

“অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন” শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষকবৃন্দের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ।

কর্মশালায় প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন পাস করে যা অত্যন্ত কার্যকর ও অনন্য একটি আইন। অন্য সকল আইন কর্তৃপক্ষ জনগণের উপর প্রয়োগ করে। তথ্য অধিকার আইনই একমাত্র আইন যেটি জনগণ কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োগ করে। এই আইন জনগণকে ক্ষমতায়িত করেছে। তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রধান তথ্য কমিশনার আরো বলেন, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত গভীরতম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হবে তথ্য সমৃদ্ধ, কার্যকর, নিরাপদ, গুণগত মানসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, গভীর ও নির্ভরযোগ্য। তথ্য অধিকার আইনের প্রচারে ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়াকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধান তথ্য কমিশনার।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড. মো: গোলাম রহমান, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আলোচনা করেন। এসময় কীভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হয়, কীভাবে আপিল করতে হয়, কীভাবে অভিযোগ দায়ের করতে হয়, তথ্য প্রদান না করলে কী শাস্তির বিধান রয়েছে, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কীভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যায় প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা দেয়া হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩২ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম।

নারী সাংবাদিকদের "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২৬ জুন ২০১৯ তারিখ তথ্য কমিশন হতে ঢাকা বিভাগের নারী সাংবাদিকদের "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। এছাড়া তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব মোঃ তৌফিকুল আলমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত নারী সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

"অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনারের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে গত ১০-১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনারগণের ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে গত ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে UNESCO কর্তৃক আয়োজিত মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং অন এসডিজি (পাবলিক একসেস টু ইনফরমেশন) বিষয়ক ওয়ার্কশপের ওয়ার্কিং গ্রুপের টিম লিডার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

০৭-০৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মো: মুহিবুল হোসেইনসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা এ অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনার জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জনাব লোকমান হোসেন মিয়া। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন জেলার সকল সরকারি অফিসের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা ২১ মে ২০১৯ তারিখ নাটমন্দির, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর এ অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন জেলার সকল সরকারি অফিসের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। বক্তাগণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করেন।

২৩ জুন, ২০১৯ তারিখে নড়াইল জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং জেলা অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন নরাইল জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আনজুমান আরা।

১৯ জুন ২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও জনঅবহিতকরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পটিয়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব হাবিবুল হাসান।

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী। শুনানীতে অংশ নেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮' উদ্‌যাপন করে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতিমুলক সভা। ১১.০৭.২০১৮

দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি উক্ত প্রেস কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুয়াল হোসেন, তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইন, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার জনাব ফজলে রাব্বী, তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "মুক্ত সমাজের জন্য উত্তম আইন: টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন"। এ উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারদ্বয়ের ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ১১ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। তথ্য অধিকার দিবসের পোস্টার তৈরি করে জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে ঢাকায় ও ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি বেতার, এফ এম রেডিও, ডিবিসি নিউজসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করে। দিবস উপলক্ষে ৬৪ টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪ টি উপজেলা তথ্য অফিস কর্তৃক তিন দিনব্যাপী সড়ক প্রচার/মাইকিং করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সারাদেশে ১৭ টি কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে রেডিও ম্যাগাজিন ও টকশো আয়োজন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ভোলার চরফ্যাশন ও ঝিনাইদহ সদরে ৩টি সংলাপের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ -তে তথ্য কমিশনের এবারের স্লোগান ছিল "উত্তম আইনের সঠিক প্রয়াস, টেকসই উন্নয়নে মুক্ত সমাজ"। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর তথ্য কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন। র‍্যালিতে মাননীয় মন্ত্রীসহ প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ, সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি।

র‍্যালি শেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যশালা মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ সভাপতিত্ব করেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান:

তথ্য অধিকার আইন চর্চায় কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এবছরই প্রথম তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় এবং তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান করা হয়। চারটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) যথা মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উক্ত নীতিমালা অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটি সারাদেশের সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিভিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে পুরস্কারের সুপারিশমালা তৈরী করেন যা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত ও নৃত্যশালা মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত চারটি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) যথা মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের হাতে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন:

(ক) মন্ত্রণালয় পর্যায়:

১. কৃষি মন্ত্রণালয়- ১ম পুরস্কার
২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়- ২য় পুরস্কার

(খ) প্রশাসনিক বিভাগ পর্যায়:

১. খুলনা বিভাগ- ১ম পুরস্কার
২. সিলেট বিভাগ- ২য় পুরস্কার
৩. বরিশাল বিভাগ- ৩য় পুরস্কার

(গ) জেলা পর্যায় :

১. ময়মনসিংহ জেলা- ১ম পুরস্কার
২. নরসিংদী জেলা- ২য় পুরস্কার
৩. রাজশাহী জেলা- ৩য় পুরস্কার

(ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

১. মোঃ আমিরুল ইসলাম, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়- ১ম পুরস্কার
২. মোঃ আনুয়ারুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-২য় পুরস্কার
৩. জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, সহকারি কমিশনার, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ-৩য় পুরস্কার

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরীতে সাংবাদিকদের উৎসাহিত ও প্রশিক্ষিত করতে তথ্য কমিশন হতে সাংবাদিকদের "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আগামীতে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালায় "অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা" ক্ষেত্রটি (পর্যায়) সংযোজন করা হবে এবং যেসকল সাংবাদিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরী করবে তাদের মধ্য হতে নির্বাচিতদের পুরস্কৃত করা হবে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্তগণ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত মোঃ আমিরুল ইসলাম, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মোঃ আনুয়ারুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, সহকারি কমিশনার, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মোঃ আনুয়ারুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।